কবিতা

পাখি বন্যার রাতে

সুমন তুরহান

মুগ্ধ আকাশ, দুগ্ধ কপোত তোমার ব্যাকুল হাতে,
ঋতুবতী মেঘ, পাখির প্রবাহ, শালিকের গ্রহলোক
পালক পুকুরে টলোমল করে তোমার গভীর চোখ
তোমাকে একাকী উড়তে দেখেছি নক্ষত্রের রাতে।
তোমাকে দেখেছি উদিত গৃহের বৃক্ষদিনের ছাতে,
তাঁতের শাড়িতে খেয়ালি বালিকা এঁকেছো অবাক ছবি
নভোবালিকার সন্ধানে ফিরি রাঢ়বঙ্গের কবি
তোমাকে একাকী উড়তে দেখেছি শর্তবিহীন রাতে।
অচিনপুরের রৈপোর থালায় জ্যোৎস্না ঝরানো ভাতে,
তোমার মরাল গ্রীবার নেশায় রাত হয়ে গেছে পার
শনি, রবি, সোম, মঙ্গল শেষে এসেছে রৌদ্রবার
তোমাকে একাকী উড়তে দেখেছি বৃষ্টিবিলাসী রাতে।
দূর বাংলার নির্জন ফুল ঝরেছো পুষ্পপাতে,
জলসিঁড়ি তীরে জীবন বাবুর চিলেরা তোমাকে খোঁজে
কবিতার ডালি পাঠিয়ে দিলাম, কবিতা কি কবি বোঝে?
তোমাকে একাকী উড়তে দেখেছি তোমারই রৈপোলি রাতে।
দশটি আঙুল, দশখানি নোখ, তোমার আদুরে হাতে
তাবৎ পৃথিবী, রৌদ্র, বৃষ্টি, জ্যোৎস্না ঝরেছে এসে
চলো তুমি আমি উড়ে চলে যাই ধানশালিকের দেশে
আমরা দু'জন ভালোবাসা শিখি পাখি বন্যার রাতে।

মাতালের গান

সুমন তুরহান

মিশরী মেয়ের সেতারের মতো উরু
বাগানে নিহত চীনাবাদামের চাঁদ
ধুম্রবালিকা ফিরিস্তি করো শুরু
ঐশী গৃহের দ্বারবান সাদ্দাদ!
দ্রাঘিমা প্রদেশে খুলে যাওয়া সালোয়ার
আদিম মত্ত বেদুইন সেমেটিক
করতলে নিয়ে স্বৈরিনী তলোয়ার
এ মাতাল জানে ফেরাউনে ছিলো ঠিক !
মাঝে মাঝে খোদা খুনসুটি করে জানি
বান্দার লাশে সেরেছেন প্রীতিভোজ
পাললিক মদে অসহায় তরমুজ
কেটে কুটে লাল আর কিছু শয়তানিমেয়েমশাদের
করে এনে তাই ভাড়া
সিনাই পাহাড়ে আল্লাহর প্রতিশোধ
সব মাথা নত, শুধু একজন ছাড়া
বিদ্রোহী ফিলড মার্শাল নমরুদ।
লাল ঝুঁটিওলা মোরগেরা ধরে ধ্যান
ইজরায়েলের ব্রীড়ায় নমিত ক্রোধ
আল্লাহ কি সদা বিজয়ের স্বাদ নেন
লড়াইয়ে যেখানে অগুনতি নমরুদ?
সলোমন আর জুডাসের মতো দুগ্ধ
পান করে নীল আমিও করছি উক্তি
তোমার ভীরুতা দেখেই হয়েছি মুগ্ধ
প্লিজ আল্লাহ, এইবার দাও মুক্তি !

অবিশ্বাসের স্বর্ণশস্য

সুমন তুরহান

‘পিতা-পুত্র-পবিত্র আত্মা’ ঘোষনা করে
পা রাখলাম গির্জায়
আমাকে দেখানো হলো ঈশ্বরের চোখ
আমাকে দেখানো হলো ঈশ্বরের মুখ
ঈশ্বরের মুখ ভর্তি রাবীন্দ্রিক দাড়ি
মাতৃদুগ্ধ ছেড়েছি হলো মাত্র কিছুদিন
শুধু সেই সূদুর শৈশবে
নাবালক মস্তিষ্কে
প্রশ্ন জেগেছিলো আমার
ঈশ্বরের কি সময় নেই, দাড়ি কামাবার?